# মা তোমরা ভালো থেকো

## লুৎফর রহমান রিটন

কোন কিছু বানাতে ঈশ্বরের সময় লাগে কয়েক মুহূর্ত। ঈশ্বর যদি বলেন হয়ে যাও, তো হয়ে গেলো। কিন্তু একটি জিনিষ বানাতে দীর্ঘ সময় নিলেন ঈশ্বর । টানা ছয়দিন ধরে ঈশ্বরকে কাজ করতে দেখে একজন দেবদূত অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন— ঈশ্বর,একটিমাত্র জিনিষ বানাতে আপনি এতো সময় নিচ্ছেন!জিনিষটা কি?

ঈশ্বর বললেন— আমি একজন মা বানাচ্ছি। একাই করতে হবে তাঁকে দশজনের কাজ। শুধুমাত্র চা আর উচ্ছিষ্ট খেয়েই বেঁচে থাকতে পারবেন তিনি। তিন তিনটি শিশু একসঙ্গে থাকতে পারবে তাঁর কোলে, এবং ছয় জোড়া হাত থাকবে তাঁর।

— বলছেন কী? ছয় জোড়া হাত!?

— তিন জোড়া চোখও থাকবে তাঁর।

— তিন জোড়া চোখ!?

— হ্যাঁ, তিন জোড়া চোখ। সন্তানরা যখন কাছে থাকবে তাঁর, তখন এক জোড়া চোখ দিয়ে তিনি তাদের দেখে রাখবেন। সন্তানরা দূরে চলে গেলে দ্বিতীয় জোড়া চোখ দিয়ে তাদের দেখে তো রাখবেনই, সেই সঙ্গে ওই দ্বিতীয় জোড়া চোখ দিয়েই তিনি অবলীলায় জেনে যাবেন তাঁর সন্তান কী গোপন করছে কিংবা কী গোপন করতে চাইছে।

— আর তৃতীয় জোড়া চোখ দিয়ে কি করবেন তিনি?

— ওই তৃতীয় জোড়া চোখ দিয়ে সন্তানদের চোখের দিকে না তাকিয়েই এবং কোনো কথা না বলেই তাদের জানিয়ে দিতে পারবেন যে তিনি তাদের কতোটা ভালোবাসেন।

ছয়দিন ধরে আপনি নাগাড়ে কাজ করছেন ঈশ্বর, আজ আপনার খানিকটা বিশ্রাম নেয়া দরকার, বললেন দেবদূত।

জবাবে ঈশ্বর বললেন— এখন তো বিশ্রামের প্রশ্নই ওঠে না। আমি আমার সবচে প্রিয় জিনিষটি নির্মাণের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। অসুস্থ হলে তিনি নিজেই নিজেকে সারিয়ে তুলবেন । আর মাত্র এক পাউন্ড রুটি দিয়ে ছয়সদস্যের একটি পরিবারকে খাইয়ে-দাইয়ে অনায়াসে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারবেন তিনি।

মহাবিস্মিত দেবদূত ঈশ্বরের অনুমতি সাপেক্ষে এবার স্পর্শ করলেন 'মা' নামের বিস্ময়কর নারীকে— হায় ঈশ্বর আপনি তাঁকে এতো নরম করে তৈরি করেছেন !?

তোমার কোনো ধারণাই নেই এই নরম মা প্রয়োজনে কতোটা কঠিন হতে পারবেন। তুমি ভাবতেই পারবে না তাঁর পক্ষে কী কী অসম্ভব কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব। ধৈর্যশক্তিতে তিনি হবেন তুলনারহিত আর ধারণক্ষমতায় সমুদ্রও হবে তাঁর তুলনায় অতিশয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।

— চিন্তাশক্তি থাকবে তাঁর? চিন্তা করতে পারবেন তিনি ?

— শুধু যে চিন্তা করতে পারবেন তা তো নয়, যুক্তি এবং পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রেও তিনি হবেন অনন্যা।
ঈশ্বরের অনুমতি সাপেক্ষে দেবদূত এবার স্পর্শ করলেন ‘মা’ নামের বিস্ময়কর নারীর কপোল— কিন্তু এখানটায় বিন্দু বিন্দু জল কেনো ঈশ্বর?
ঈশ্বর বললেন— ওটা জল নয়, অশ্রু।
— অশ্রু? অশ্রু দিয়ে কী হবে?
মৃদু হেসে ঈশ্বর বললেন— এই অশ্রুই হচ্ছে তাঁর সমস্ত আনন্দ-বেদনা-দুঃখ-কষ্ট-হতাশা-গৌরব-ঘৃণা-মমতা-ভালোবাসা আর একাকিত্ব প্রকাশের মাধ্যম।
এই হচ্ছে মা।

কতো গল্প মাকে নিয়ে! মাকে নিয়ে কতো কাহিনী, কতো ছড়া-কবিতা, কতো গান—কতো ভাষায়!
মাকে নিয়ে লেখা রুশ লেখক ইভান তুর্গিয়েনেফ (নামটা সঠিক বলছি তো?)-এর অসাধারণ গল্পটির কথা মনে পড়ছে।
একটি কিশোর তার মাকে খুব ভালোবাসে। পৃথিবীতে তার চোখে সবচে সুন্দর হচ্ছে তার মা। সবচে রূপসী হচ্ছে তার মা। মাকে জড়িয়ে ধরে কিশোর ছেলেটি বলে—মাগো,তোমার জন্যে আমি সব পারি। মা বলেন—পাগল ছেলে!
কিশোরটি একদিন তরুণ হলো। তরুণটির সঙ্গে একদিন দেখা হলো ঝকঝকে এক তরুণীর।
অনিন্দ্যসুন্দর সেই তরুণীর প্রেমে পড়লো সে।
তরুণীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো সেই তরুণ। তারপর নিবেদন করলো তার প্রেম—তোমার জন্যে আমি সব পারি। তুমি চাইলে পৃথিবীর সবকিছু আমি এনে দিতে পারি তোমার জন্যে, সব কিছু।
তরুণী জিজ্ঞেস করলো— সব? সব কিছু?
—হ্যাঁ, সবকিছু। তুমি চাইলে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই  যা আমি এনে দিতে পারবো না।
—তাহলে যাও, তোমার মায়ের হৃদপিন্ডটা নিয়ে এসো আমার জন্যে।
ছুটতে ছুটতে তরুণটি গেলো তার মায়ের কাছে। মাকে হত্যা করে মায়ের হৃদপিন্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে ঝটিতি সে ছুট লাগালো সেই তরুণীর বাড়ির দিকে।
তরুণীর বাড়িতে ঢুকতে যাবার মুখে তাড়াহুড়োয় দরোজায় ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো তরুণটি। মায়ের হৃদপিন্ডটা সে সময় বলে উঠলো— খোকা তোর লাগে নি তো?
এই হচ্ছে মা।

মুক্তিযুদ্ধের অনন্য শহীদ আজাদের মাকে নিয়ে আমাদের আনিসুল হক লিখেছেন হৃদয় ছোঁয়া উপন্যাস ‘মা’। অতি সম্প্রতি লেখক-গবেষক আফসান চৌধুরীর এক সাক্ষাৎকারে জেনেছি অনন্যসাধারণ এক মায়ের কথা।
একাত্তরের উত্তাল দিনে ছেলেকে কিছুতেই যুদ্ধে যেতে দেবে না কুষ্টিয়ার মোহিনী সুগার মিলের এক মা। কিন্তু ছেলে যাবেই। কিছুতেই ছেলেকে আটকানো গেলো না। যাবার আগে মাকে আদর করে প্রবোধ দিয়েছে ছেলে—“ভয় পেওনা মাগো। আমি চলে গেলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি আছে, তোমাকে মা বলে ডাকবে। শেখ মুজিব এসে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে।”
সেই ছেলেকে ধরেছে পাকিস্তান আর্মি। অতঃপর ভয়াবহ নির্যাতন চলেছে ছেলেটির ওপর। এক পর্যায়ে মানুষরূপী জানোয়ারগুলো কেটে ফেলেছে তার গলা। তারপর তার মাথাটা পুঁতেছে সুগার মিলে আর ধড়টা পুঁতেছে রেলস্টেশনে।
এরপর এলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর ছেলেটির মা ছুটোছুটি করেছে সবার কাছে—বাবারা, আমি আমার শহীদ ছেলের ধড় ও মাথাকে এক করে কবর দিতে চাই। কিন্তু সবাই বলেছে—এটা সরকারী জায়গা,

এখানে খোঁড়াখুঁড়ি করা যাবে না।

সেই মা এখন উন্মাদিনী হয়ে গেছে। ভিখিড়ি হয়ে গেছে। সেই মা এখন প্রতিদিন একবার ছেলের ধড় যেখানে—সেখানে যায়,একবার মাথা যেখানে—সেখানে যায়। বারবার যায়। প্রতিদিন যায়। পাগলিনী সেই মায়ের কথা লিখতে গিয়ে আমার চোখ ভিজে আসছে। চোখ ভেসে যাচ্ছে। আজ মা দিবসে ''সাড়ে সাত কোটি বাঙালি''র কোনো একজনও কি তাঁকে মা বলে ডাকবে? ''শেখ মুজিবের মতো কেউ'' কি এসে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে?

আজ মা দিবসে ঢাকার ওয়ারিতে হুইল চেয়ারে বসে থাকা আমার দুখিনী মা-সহ জগতের সকল মাকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। মাগো তোমরা ভালো থেকো।

*অটোয়া, কানাডা ॥ ১৩ মে, ২০০৭*

**riton100@gmail.com**